সংবাদ

তারিখ ১৫ FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিবিরের ভয়ে ছাত্রাবাস বন্ধ

কারমাইকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সাফাই

শিবিরের ভয়ে রংপুরের ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজের ৪টি ছাত্রাবাস দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু ঘটেছে। গত রোববার এ নিয়ে একটি সহযোগী দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারমাইকেল কলেজ চলতি ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির নির্দেশিকায় ছাত্রদের জন্য তিনটি ছাত্রাবাস থাকার কথা প্রচার করেছে। কাগজপত্রে ছাত্রদের জন্য এই সুবিধার কথা প্রচার করা হলেও বাস্তবে এই তিনটিসহ চারটি ছাত্রাবাস গত ৫ বছর ধরে বন্ধ।

তাই ছাত্রদের বিভিন্ন মেসে থাকতে হচ্ছে। কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বলেন, জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রাবাসগুলো দখল করে নিতে পারে এই ভয়ে কলেজ প্রশাসন সেগুলো চালু করছে না। আবাসন সংকট ছাড়া পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ না থাকায় স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়া স্থানীয় বহিরাগতদের দাপটে হরহামেশাই শিক্ষার্থীদের লাঞ্ছিত ও ছিনতাইয়ের শিকার হতে হচ্ছে। বিরাট ক্যাম্পাস থাকলেও ছাত্রদের নিজ ক্যাম্পাসে থাকার কোন আবাসিক সুবিধা নেই।

চারটি ছাত্রাবাস থাকলেও এগুলো ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের জের ধরে ২০১১ সালের ১৫ মার্চ থেকে বন্ধ হয়ে আছে। ছাত্রাবাসগুলো হলো– রাজা গোপাল লাল রায়ের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত জি এল ছাত্রাবাস, ঐতিহাসিক কাশিম বাজারের নামানুসারে কেবি ছাত্রাবাস। এমএজি ওসমানী ছাত্রাবাস এবং সিএস ছাত্রাবাস। কলেজের জনৈক শিক্ষক বলেন, এই এলাকায় ছাত্রশিবিরের প্রভাব বেশি। এখন ছাত্রাবাসগুলো খুলে দিলে তারা আবার এগুলো দখল করতে চাইবে। এ নিয়ে মারামারির আশঙ্কা রয়েছে। তাই কলেজ প্রশাসন এগুলো খুলতে চাইছে না।

বিষয়টি দুঃখজনক যে, স্বাধীন বাংলাদেশে শিবিরের ভয়ে ছাত্রাবাস বন্ধ রাখতে হচ্ছে এবং কলেজে ৪টি ছাত্রাবাস থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা মেস ভাড়া করে থাকছে। আর এগুলো দেখেও শিক্ষক, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের দাপটের কাছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও প্রশাসন মাথানত করে রয়েছে। আর বছরের পর বছর ছাত্ররা ছাত্রাবাস থাকা সত্ত্বেও আলাদা করে মেস ভাড়া করে থাকছে।

যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠনটি অতীতেও সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করেছে। বিষয়টি ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হলেও কোনো পক্ষই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে না। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও প্রশাসনের দায়িত্ব অবহেলার কারণে। এই সমস্যাগুলো একদিন বা দু'দিনে সৃষ্টি হয়নি। বহুদিন ধরে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।

আমরা এসব সমস্যার আশু সমাধান কামনা করছি। ছাত্রশিবিরের হাত থেকে ছাত্রাবাস ৪টি রক্ষা করে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে। কলেজের শিক্ষার্থীদের বহিরাগত উৎপাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কলেজের শিক্ষক সঙ্কট দূরীকরণে পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।